

## NOTE SHEET

File No. 176 /WBHRC/SMC/2017

Date: 22.05.2017

The news item 'ভেজাল ঘি বিপজ্জনক: রিপোর্ট' published by Ananda Bazar Patrika dated 22.05.2017 furnishes the following informations:

(ক) এ বার তাদের লিখিত রিপোর্টে জানানো হল, ওই ঘি 'বিপজ্জনক', ওই ঘি 'নিম্ন মানের'। গবেষণায় প্রমাণিত, ওটা 'ভেজাল ঘি'। ওতে ঘি নেই, আছে বনস্পতি।

(খ) দুটি নামী সংস্থা ওই কারখানার ঘি কিনে নিজেদের মোড়কে বাজারে বিক্রি করে বলে ইবি জেনেছে।

(গ) যে দুটি নামী সংস্থা ওই কারখানার ঘি কিনে নিজেদের মোড়কে বাজারে বিক্রি করছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।

Under Section 16 of prevention of Food Adulteration Act, 1954, a manufacturer, a person who stores, a seller and a distributor of any article of food which is adulterated is liable for punishment for life. He is also liable to pay fine as per the West Bengal Amendment Act 42 of 1973.

Under Section 59 of Food Safety and Standard Act, 2006 various punishments depending upon the gravity of the offence have been provided which may extend to imprisonment for life.

The Commission is interested in knowing why is the Enforcement Branch hesitant in disclosing the identity of two reputed companies who it is alleged "যে দুটি নামী সংস্থা ওই কারখানার ঘি কিনে নিজেদের মোড়কে বাজারে বিক্রি করছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।"

Prima facie it is in public interest to stop the sale of adulterated item as also to make the public aware about the potential danger.

Let a report be filed by the DIG-Enforcement Branch by 5<sup>th</sup> June, 2017.

  
(Justice Girish Chandra Gupta)  
Chairperson

# ভেজাল ঘি বিপজ্জনক: রিপোর্ট

## সুরবেক বিশ্বাস

নামেই পাওয়া য়ি। জাতে যে ঘি নেই, সোদাঘের নামগন্ধও নেই, সে-কথা আগেই মৌখিক ভাবে জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় গবেষণাগার। এ বার তাদের লিখিত রিপোর্টে জানানো হল, ওই ঘি 'বিপজ্জনক'। ওই ঘি 'নিম্ন মানের'। গবেষণায় প্রমাণিত, ওটা 'ভেজাল ঘি'। ততে ঘি নেই, আছে কনস্পিকি।

কিড হিটের ফুড সেক্টর অ্যাণ্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার সেন্ট্রাল ফুড ল্যাবরেটরির অধিকর্তা অমিতাভকুম্ভ অধিকারীর সই করা রিপোর্ট ১৮ মে ইবি-র দফতরে পাঠানো হয়েছে। ওই ঘিরের নমুনা নদিয়ার ফুলিয়ার মোকপাড়ার একটি কারখানা থেকে সংগ্রহ করেছিল রাজেশ পুশিশের এনফোর্সমেন্ট শাখা (ইবি)। দুটি নামী সংস্থা ওই কারখানার ঘি কিনে নিজেদের মোড়কে বাজারে বিক্রি করে বলে ইবি জ্ঞেমনেছে। দোকানে ওই দুটি ব্র্যান্ডের ঘিরের দাম ৫০০-৫২০ টাকা কিলোগ্রাম। রাজ্য আড়ালিশো-কিনশো কেন্জি ঘি তৈরি হয় ফুলিয়ার

## ওই কারখানায়।

কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের রিপোর্ট বলছে, অধিকৃত ওই পাওয়া য়ি শুধু ভেজালই নয়, বিপজ্জনকও। অর্থাৎ যে-কোনও সময়ে ওটা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রবল।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১১ সালের খাদ্য সুরক্ষা ও গুণমান বিধিতে যে-মান নির্দিষ্ট করা আছে, ওই ঘিরের মান তার চেয়ে খারাপ। এ ক্ষেত্রে প্রধান মাপকাঠিগুলির পরীক্ষার অস্বাভাবিক কল বেরিয়ে এসেছে। যাতে বোঝা যাচ্ছে, ওটা ভেজাল ঘি। ২০০৬ সালের খাদ্য সুরক্ষা ও গুণমান আইন অনুযায়ী ওই ঘি নিম্ন মানের এবং বিপজ্জনক।

ইবি সুরের ববর, এ বার ফুলিয়ার ওই কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হবে। যে-দুটি নামী সংস্থা ওই কারখানার ঘি কিনে নিজেদের মোড়কে বাজারে বিক্রি করছে, তাদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। ইবি-র বক্তব্য, ঘিরের উৎপাদক মোকপাড়ার ওই কারখানা হলো ওই

Options : The sample does not conform to its standard laid down under Regulation No. 21.19.1 of Food Safety and Standards (Food Products and Food Additive) Regulations, 2011 as it shows "Refractometer reading at 40°C" higher than the prescribed limit. "Refract value" and "Polariscope Value" lower than the prescribed limit. "Density" is "Refractometer" also within tolerance of "Standard" in the sample. Hence the abnormal value of the major tested parameters reveals it a "Refractometer". Hence, the sample is "Substandard and Unsafe" as per Section 17(1)(a) and 21(1)(b)(ii) respectively of FSS Act, 2006.

Place : Kolkata  
Date : 18/05/17

Director  
Referral Food Laboratory  
(Kolkata)

1010, 1012 & 1014  
1015, 1016 & 1017  
1018, 1019 & 1020  
1021, 1022 & 1023

M.B. : -> All the test results shall only be the complete test report -> All the test reports should be the computerized report in PDF, e-Word, within approval of this lab.

পরীক্ষায় ভেজাল ঘিরের বিপদ মরল কেন্দ্রীয় গবেষণাগার। রিপোর্টের অংশ।

দুটি সংস্থার মোড়কে বিক্রি হচ্ছে বলে তারা দায় অস্বীকার করতে পারে না। এ-সব ক্ষেত্রে অন্য জায়গা থেকে ঘি কিনলেও পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে সস্ত্র হলে তবেই নিজেদের মোড়কে সেটা বাজারে আনার কথা।

গত ৩ মে মোকপাড়ায় ঘিরের ওই কারখানায় হানা দেয় ইবি। অবশ্য সেখানে একটি পরীক্ষাগার দেখে কিছুটা চমকেও যান দুই অফিসার।

তাদের বলা হয়, উৎপাদিত ঘি পরীক্ষা করে দেখে তবেই বিক্রি করা হচ্ছে। তবুও কেবল এক কেন্জি ঘি ভর্তি দুটি শিশি বাজেরাপ্ত করে ঘিরে আসেন। ইবি এখন বুঝতে পারছে, ওই পরীক্ষাগার বোকাদেখানো।

নেই ঘিরের নমুনা ৩ মে কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের গবেষণাগারেও পাঠিয়েছিল ইবি। তার রিপোর্ট এখনও আসেনি।

**RPAT**  
Largest Calculator Manufacturer

FOR MORE INQUIRY CONTACT :- TRADEWINGS  
B-407, HOSEWATER RD., FEROZPUR RD., DELHI-110021  
TEL: 8860177282, 8860177283, 8860177284, 8860177285

